নির্ব্বাচনী পোষ্টার-নাটিকা

ভোটরঙ্গ

॥ শ্রীগোবিন্দ দাশ ॥
(শ্রীচুন্মুখ)

ঃ সবিনয় নিবেদন ঃ

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর একুশটা বছর গেল, চার চারটে ভোটও গেল। আবার এল অন্তর্বর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচন। কিন্তু আমরা, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষরা, আমাদের দুর্দ্দশা বাড়লো বৈ কমলো কি? দেশভক্তির পরাকাষ্টা নিয়ে যে সব নেতাদের পদার্পন ঘটে, তাঁদের ভালভাবে চিনে নেওয়ার বিচিত্র অভিজ্ঞতাও আমাদের হল। সেই সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আর এক প্রয়াস এই "ভোটরঙ্গ"।

আগত নির্ব্বাচনে এটা যদি কিছুমাত্র কাজে আসে তবেই আমি নিজেকে যারপর নাই ধন্য মনে করব। অভিনন্দন সহ—

পয়লা জানুয়ারী, ১৯৬৯।

লেখক—

[দাম ঃ দশ পয়সা]

ভোটার্স

ঃ নির্ব্বাচনী পোষ্টার-নাটিকা ঃ

ঃ চরিত্রলিপি ঃ

* ক্যান্ডিডেট (কং)
* পটলা (ঐ কর্ম্মী)
* ন্যাপলা (ঐ)
* শ্যামলা (ঐ)
* জগা (ঐ)
* রবি (ফ্রন্টের কর্ম্মী)
* চারুবাবু (ভোটার)
* পাঁচির মা (ঐ)
* কালু (ঐ)
* হারান (ঐ)
* হরিপদ মাষ্টার (কমিউনিষ্ট লিডার)
* জনৈক ভোটার ও

কং ও ফ্রন্টের অন্যান্য কর্ম্মীবৃন্দ ।

—০—

[গ্রামা এক ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের অদূরে রাস্তা। জনৈক ভোটার প্রবেশ করতে দেখা যায় বিভিন্ন দলের কর্ম্মীরা কেউ হাত, কেউ জামা, কেউ কাঁচা ধরে পঙ্গপালের মত তাকে ঘিরে চেঁচাচ্ছে,—"আমাদের ভোট দেবেন"—"জোড়া বলদে"—"কাস্তে হাতুড়ী তারা"—"জোড়া বলদে ছাপ না দিলে ভুঁড়ি ফাঁসাব, চেনতো আমাকে"—"আবে এ আমাদের ভোটারকে ভাগাতে এয়েছো".....ইত্যাদি। ধস্তাধস্তি ও হৈ হুল্লোড়ের ধকলে অসহ্য হয়ে ভোটার চিৎকার করে ওঠে]

ভোটার । না—না—না । আমি কাউরি ভোট দোবনি । আমারে তুমরা ছেইড়ে দ্যাও । আমি ঘরের ছেইলে ঘরে ফিরে যাই । আমি

কি মরা গরু ? আমি কি ভাগাড়ে মইরে পইড়ে আছি যে তুমরা আমারে সব শকুনির মতন ঠুকরাতি নেইগেছ ? ক্যান, ক্যান তুমরা সব আমার গাছে অমন কইরতেছ ? আমি ভোট দোবনি, আমি কাউরি ভোট দোবনি। কি করবা তুমরা আমার ?

পটলা। আবে এযে তড়পায় মাইরি ! কেমন রুয়াব লিচ্ছে দেখ। যেন কেমড়ে দেবে মাইরি। ড্যাব—ড্যাব করে তাকাচ্ছে দেখ !

ন্যাপলা। আপনি ফালতু খ'চে যাচ্ছেন দাদা। ভোট যখন একবার দিতে এয়েছেন, তখন তা আপনাকে দিয়ে যেতেই হবে আর আমাদের জোড়া বলদেই দিতে হবে। বুয়েছেন তো—

রবি। জোড়া বলদেই যে দিতে হবে এমন দাসখত উনি লিখে দেননি নিশ্চয়ই। ওঁর যাঁকে খুশী তাকেই দেবেন।

ভোটার। আমি কাউরি ভোট দোবনি। [ঘুরে] এই আমি চল্লাম, দেখি তুমরা আমার কি করতি পার।

পটলা। [ভেংচে] এই আমি চল্লাম। চল্লি হয়ে গেল মাইরি আর কি ! আবে ভাল-মানুষের মত ভোটটা দিয়ে যাও।

রবি। আপনারা কি সব এইভাবে চোখ রাঙিয়ে ভোট আদায় করবেন ?

ন্যাপলা। চোখ রাঙাব কেন। আমাদের ভোটার—

রবি। আপনাদের ভোটার মানে ?

পটলা। আমাদের ভোটার মানেই আমাদের ভোটার আপনাকে কি তার জবাবদিহি করতে হবে নাকি ! তখন থেকে দেখছি যে আপনি সমানে নক্‌শা লিচ্ছেন। আপনি কি কিচেন করতে চান ? (হাতা গুটিয়ে) তবে আসুন—

ন্যাপলা। এই পটলা, কি হচ্ছে কি ?

পটলা। আগে এমন নকশাবাজী ঢের ঢের দেখেছি। আর এই বর্মা পটলাকেও সবাই বেশ ভাল করেই জানে। ওনারও একটু জানার দরকার পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

ন্যাপলা। এই পটলা থেমে যাবে। [রবিকে] কেন দাদা কুটিমুটি ঝামেলা পাকাচ্ছেন। আমাদের ভোটারকে কেন এভাবে বাগড়া দিতে এসেছেন ?

ভোটার। আমি কারু ভুটার না। আমি কাউরি ভোট দোবনি।

ন্যাপলা। কারু ভোটার না মানে ? নগদ পাঁচ টাকার একখানা কড়কড়ে পাত্তি নিয়েছ বাবা।

ভোটার। কোন সুমুন্দি বলে। তার মুখি আমি ইয়ে করি।

ন্যাপলা। কেন পাঁচ ঠাকুরের কাছে তোমাদের লিষ্ট মত সব টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রবি। ও হরি ! তাই বলুন। তাইতো বলি যে এমন তড়পানির কারনটা কি ! বেশ, দাদা বেশ ! তা কত ভোট কিনলেন ?

ন্যাপলা। কেনাকিনির কি আছে। সবতো চাষা-ভুষো দিন-মজুর। ওরা কি আর ওসব ভোটফোট বোঝে নাকি ছাই ! একটা করে ভোট দেবে আর নগদ পাঁচটা করে টাকা পাবে, পেটপুরে লুচি সন্দেশ খাবে— আবার কি চাই। সারাদিন মজুর খেটে একটা লোক কত পায় ! দু'টাকা জোর তিন টাকা। এতো ওদের পক্ষে একদিনের জন্যে হলেও কাঙালের চাঁদ পাওয়ার মত। [এমন সময় ফাঁক পেয়ে ভোটার ব্যাচারা চোঁচা দৌড় দেয়। ন্যাপলা, পটলা ইত্যাদিরা "গেল, গেল—

ধর, ধর" বলে অনুসরণ করে। অপর দিক থেকে রাগে বক্‌ বক্‌তে প্রবেশ করে পাঁচির মা]

পাঃ মা। ঝাঁটা মারি অমন ভোটের কপালে। বজ্জাতের পুতিরা সব। ভোট দেবো? মুখি নুড়ো জ্বেইলে দোব না?

রবি। কি গো পাঁচির মা, গালাগাল দিচ্ছ কেন? ভোট দিয়েছ?

পাঃ মা। সর, সইরে যা। ভোট দোব? ভোট দোব তো হয়ে কি? তামাম দিনডা হা-পিত্তিশে নাইন দে দেইড়ে থাকলি কাজ করব কখন? পরের বাড়ী কাজ কইরে খেতি হয়। একদিন কামাই গেলি হাঁড়ি সিকেয় ওঠে।

রবি। তাই বলে তুমি ভোট না দিয়ে চলে যাবে?

পাঃ মা। না ভোট দোবনি। এই ভোট ভোট কইরে তো তুমরা সব আমাগো রাজা বাইনে দেছে। গতর না খাটালি একদিন খাওয়া জোটে না। ফিবার ভোটের সময় তবু ঐ সাফুইরা পাঁচখান কইরে টাকা দেতো। কিন্তু গেল ভোটে তারা বাংলা কংগ্রেসের দলে যাতি তাও বন্দ। ইবার কিছুতিই আস্‌পো না কিন্তুক ঐ হরি ম্যাষ্টারের কথা আর ঠেলতি পারলামনি। মনিষ্যিডা কম্যুনিষ্ট হোক আর যাই হোক গাঁয়ের মনিষ্যির জন্যি করে খুব। সিবার পাঁচির ব্যামো হতি গাঁয়ের আর কেউতো উকি দে দ্যাখলনি। ঐ হরি ম্যাষ্টার রাইত জেইগে আমার পাঁচির মাথায় জল দেছে। গাঁটির টাকা খরচ কইরে ওষুধ-পত্তর নিয়ে পথি পর্য্যন্ত জুইগেছে। কিন্তু—আমার পুড়া কপাল তাই পাঁচিরে আমার আর চোখ মেইলে তাইকে দ্যাখলনি। [কাঁদে]

রবি। পাঁচির মা, যে চলে গেছে তার জন্যে আর ভেবে কি করবে!

পাঃ মা। নাঃ ভেইবে আর কি করব। তবে ভগমানরে ধন্যি

দিই যে ভাবনি কইরেছে — তা না হলি এই আক্রার দিনি মা আমার মরতো নিজেও আর না খেয়েই মরতো। নিকুশির পুতিরা সব। এই ছোট ছোট কইরেতো এমন বাজার আক্রা কইরে তুলিছে। মুখ-পুড়ারা, দেশের মানুষগো খেতি দিতি পারিস না তার আবার ভোটের বিলেমিত্তে কেনে বাপু! অলক্ষেয়ে হাড়-হাবাতের ব্যাটারা সব।

রবি। পাঁচির মা,—সরল মনে, বাঁচার তাগিদে বাস্তবতার কঠোর নিষ্পেষণে তুমি যে সার বুঝেছ, যেদিন দেশের সমস্ত মানুষ এই সার কথা বুঝবে সেদিন দেশ সত্যিই আবার সেই সোনার দেশ হয়ে উঠবে। যাও—রোজটা যখন তোমার কামাই গেছেই তখন আর একটু কষ্ট করে ভোটটা দিয়ে যাও।

পাঁচ মা। না, ও চুলোয় আর মাড়াবনি। ও ভোটের পিণ্ডি আর চটকাবনি।

রবি। কিন্তু মাষ্টার মশাইকে কি বলবে তুমি? তিনি অত করে বলছেন।

পাঁচ মা। ঐ তো হয়েছে জ্বালা! গাঁয়ের সব্বার কথা এড়ায়ে গেলিও ঐ মনিষ্যিডার কথা আর কিছুতেই ফেলতি পারিনে।

রবি। তবে চল। এরপর আবার ভিড় হয়ে যাবে। চল—চল—

[উভয়ের প্রস্থান। কালু সেখের প্রবেশ]

কালু। শালার সারাডা দিন নাইন দে দেইড়ে দেইড়ে রোজডাও মাটী হল অথচ ভোট দিতি পারলামনি? [ন্যাপলার প্রবেশ]

ন্যাপলা। কি কালু হয়ে গেল?

কালু। হল আর কই বাবু।

ন্যাপলা। তারমানে ভোট দাওনি?

কালু। পাক্কা পাঁচ ঘণ্টা নাইন দে দেইড়ে থাকলাম। গুটি গুটি পাকেইলে ফেইলে এইগে গেলাম। ঘরের মধ্যি গেতো ঢোকলাম। এক বাবু শুধাল, 'কি নাম ?' আমি বল্লাম, 'জি কালু স্যাখ। বাবু বল্ল, 'বাপের নাম ?' বল্লাম, 'জি রহিম স্যাখ।' বাবু বল্ল, 'বাবা কালু, তুমারতো ভোট দিয়া হবেনি। বাড়ী ফিরে যাও।' আমি বল্লাম 'ক্যান বাবু, গেল ভোটেও তো ভোট দে গেলাম।' বাবু বল্ল, 'তুমার, বাপের নাম মেল্লনি। লিষ্টিতে আছে—কালু স্যাখ, বাপের নাম ফাতেমা-বিবি।' বোঝ ঠ্যালা! আমি কলাম, 'বাবু ওতো আমার বউয়ের নাম। বৌ আবার বাপ হইয়ে যায় ক্যামনে ?' আরও বল্ল—'তুমার বয়স ২৮ বছর আর তুমার বাপ ফাতেমাবিবির বয়স ২৩ বছর।' তারপর সবাই হাসাহা'স করতি নাগল। আমি চইলে আসলাম।

হারান। [রেগে প্রবেশ] গেল ভোটেও ভোট দেলাম আর আইজ জলজ্যান্ত মানুষডা কিনা গেলাম মইরে ?

চাপলা। তোমার আবার কি হল হারান ?

হারান। আর বল কেনে বাবু। ভোট দিতি এইসে আমি মইরে গিছি। আমার নাম লিষ্টিতি নাই। তবে আমার বৌয়ের নাম আছে আর তাতে আমি মৃত, আমি আর নাই। আমার বৌ রাঢ় হইছে।

চাপলা। শালা এতগুলো ভোট হয়ে গেল তবু ভোটারলিষ্ট ঠিক হল না। কারো বৌ হয়ে যায় বাপ আবার কেউ জলজ্যান্ত বেঁচে থাকতেও মরে যায়। শালা সব মাল টেনে লিষ্ট করতে বসে। চল চল, ক্যাম্পে চল। অন্য নামে ভোট দেবে তোমরা। চল, ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

হারান। না বাবু, যখন নিজির নামেই ভোট দিতি পারলামনি,

না হ, তখন পার অন্য নামে ভোট দিতি পারবনি।

শ্যামলা। নিজের নামে পারনি, অন্য নামে দেবে। টাকা যখন নিয়েছ, এখন যা বলবে তাই শুনতে হবে। চল—চল –[উভয়কে প্রায় টেনে নিয়ে প্রস্থান। অন্যদিক থেকে বয়স্ক চারুবাবু, শ্যামলার প্রবেশ]

চারু। তোমরা বলছ তোমাদের ভোট দিতে কিন্তু কেন ?

শ্যামলা। কারণ এই জাতীয় কংগ্রেসই স্বাধীনতা এনেছে, দেশের উন্নতি করেছে।

চারু। [চশমার ফাঁকে আড়চোখে দেখে] কি করা হয় ?

শ্যামলা। আমরা সব কংগ্রেসের মেম্বার, দেশের সেবা করি।

চারু। আর পড়াশুনা ?

শ্যামলা। আজ্ঞে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সময় একটা ব্যাটা গার্ড টুকলি বলে মিছিমিছি খাতা কেড়ে নিল। তারপর ব্যাটাচ্ছেলেকে পথে ধোলাই দিতে শালা বোর্ড এক্সপেল্ড [Expelled] করে দিল।

চারু। যাও—যাও বিরক্ত করো না নিজেদের পথ দেখ।

জগা। [প্রবেশ করে চারুকে] তা স্যার, এবারতো ভোটটা আমাদেরই দিচ্ছেন ? দেখলেন তো ওদের ন'মাসের শাসনের ফলটা।

চারু। হ্যাঁ দেখলাম। কিন্তু পুরো পাঁচটা বছর দেখবার জন্য তৈরীও ছিলাম। কিন্তু তোমরা সব যেভাবে উঠে পড়ে লেগে এম, এল, এ. কেনাবেচা মায় চুরি করতে আরম্ভ করলে আর সেই সুযোগে তোমাদের কেন্দ্রিয় সরকার রাজ্যপালের মাধ্যমে তাদের হটিয়ে রাতের অন্ধকারে বলির পাঁঠার মত এক শিখণ্ডী মন্ত্রীসভা দাঁড় করালো তাতে তা দেখবার সৌভাগ্য আর পেলাম কোথায় ?

জগা। কিন্তু ওদের নয় মাসের শাসনে চালের দাম পাঁচ টাকা

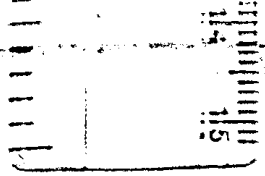

ছিলো। পাইকারীহারে ঘেরাওয়ের ফলে সব কল-কারখানা বন্ধ হয়ে হাজার হাজার কর্মী লে-অফ হয়েছে ; ছাটাই হয়েছে।

চারু। কিন্তু এরমধ্যে তো হৈচৈ করার মত তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ওরা যখন ক্ষমতায় আসে তার আগে তোমাদের সরকার কেন ধান-চাল সংগ্রহ করেনি বলতে পার ? যার ফলে সেই ধান-চাল চাষিদের হাত থেকে সোজা চলে যায় জোদ্দার, ব্যবসায়ীদের চোরা ও গুপ্ত গুদামে। তা না হলে ওরা গদীচ্যুত হতেই সেই ধান-চাল আবার এলো কোথেকে ! আর যে লে-অফ, ছাটাইয়ের কথা বলছ তাতো কংগ্রেসী আমলে এবং রাষ্ট্রপতি শাসনেই বেশী হয়েছে। 'লেবার ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল' নামক বার্ষিক পুস্তকের ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালের প্রদত্ত হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ১৯৬৬ সালে মানে তোমাদের আমলে লে-অফ, ছাটাই মিলিয়ে মোট কর্মহারা ছিল ১২৭৫০১ জন। ১৯৬৭ সালে যার মধ্যে মাত্র পৌনে ন'মাস যুক্তফ্রন্টের শাসন আর বাকী সওয়া তিন মাস শ্রীসেন ও ডঃ ঘোষের শাসনের গোটা বছরে মোট কর্মহারার সংখ্যা ৭৪৫৯২ জন। অর্থাৎ ফ্রন্টের আমলের বছরের চাইতেও প্রায় ৪১ % বেশী। তা ছাড়া গজেন্দ্র গদকর কমিশন তদন্তের রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে ঘেরাওয়ের ফলে কোনও কারখানা বন্ধ হয়নি। আচ্ছা—তোমরা বিশ বছর যা করতে পারনি মাত্র পৌনে ন'মাসে ওদের কাছ থেকে কিভাবে তা আশা কর বলতে পার ?

জগা। আমরা কি কিছুই করিনি ?

চারু। হ্যাঁ করেছ। কতকগুলো-ষ্টীল প্লান্ট করেছ আর কিছু রাস্তা করেছ। যার জন্যে বিদেশ থেকে বানের জলের মত ঋণ এনেছ যার শুধু সুদই গুনতে হচ্ছে বছরে ১৬০ কোটী টাকা। অথচ একটা কৃষি প্রধান দেশের পক্ষে যা প্রথম ও প্রধান দরকার সেই কৃষির বা কৃষকদের উন্নতির কিছু করেছ কি ?

জগা। কেন অনেক কাম করেছি, জলসেচের বন্দোবস্ত করেছি।

চারু। হাঁ। তাইতো দেশের ২৯ কোটি একর চাষযোগ্য জমিতে কোন সেচের ব্যবস্থাই নেই। খাদ্য উৎপাদন হয় মাত্র ৭২ মিলিটন। অথচ চীন, যাদের তোমরা সবচেয়ে বড় শত্রু, জলদস্যু হিংস্র বলে দেশের লোককে জানবার কোনও রকমের চেষ্টার কসুর কর না, সেই চীনের চাষযোগ্য জমির পরিমান মাত্র ১৭ কোটি একর অর্থাৎ আমাদের চেয়েও ২ কোটি একর কম। আর তাদের উৎপাদন হয় ১৭০ মিলিটন অর্থাৎ আমাদের ডবলেরও বেশী।

জগা। এসব চীনাপন্থীদের অপপ্রচার।

চারু। ভারত সরকারও তবে চীনাপন্থী। কারণ এ হিসাবটা খোদ তাদেরই।

ক্যাণ্ডিডেট। [চেলা-চামুণ্ডাসহ গান্ধী টুপি মাথায় প্রবেশ করে] কিহে ইলেকশনের দিনে অমন চীন-চীন করছ কেন ?

চারু। না ব্যাপার তেমন কিছুই নয় মশাই। আমরা মধ্যবিত্ত মানুষ। পর পর চারটে ভোট বয়ে গেল আমাদের মাথার উপর দিয়ে অথচ স্বাধীনতা কি বস্তু তার স্বাদ পাওয়া তো দূরের কথা প্রতিটি দিন আমরা বাঁচা চুলোয় যাক না-মরার রিহার্সাল দিয়ে চলেছি। এবার ভেবেছিলাম ভোট দেবই না ; কিন্তু শেষে চিন্তা করে দেখলাম যে তাহলে ঐ চোরগুলোরই সুবিধে হয়ে যাবে। তাই এলাম আর বুঝলেন মশাই, আপনার এই চেলা-চামুণ্ডাগুলো সব ঘিরে ধরল। তাই তাদের কতকগুলো প্রশ্ন করলাম। কিন্তু উত্তর দিতে না পেরে সবার মাথা বুঝলেন মশাই, চিন্ চিন্ করছে। তাই বলছি যে আপনি যখন দয়া করে এসেই গেছেন, ওদের জন্যে কিছু স্যারিডন বা এ্যানাসিনের

ব্যবস্থা করে দিলে ভাল হয় এই আর কি, বুঝলেন মশাই।

ক্যাণ্ডি। আপনার নির্লজ্জ স্পর্দ্ধায় আমি স্তম্ভিত হচ্ছি।

চারু। এই সামান্য একটুখানি মাত্র রসিকতায়? তাহলে ভাবুন তো মশাই বিশ বছর ধরে দেশবাসী আপনাদের রসিকতাগুলো কিভাবে সহ্য করে এসেছে!

ক্যাণ্ডি। কি—কি রসিকতা করেছি আমরা?

চারু। কি না করেছেন। দেশের মানুষ যখন খাদ্যাভাবে হাহাকার করেছে, তখন তাদের কলা-কচু খাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন আর জন্ম-নিয়ন্ত্রনের নামে মেয়েদের কেবল লুপ লাগিয়ে বেড়িয়েছেন। শিক্ষিত বেকার যুবকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যাতে আন্দোলনের পথে না যায় তার জন্যে বিদেশ থেকে আনা পচা ও সস্তা ইয়াংকিমার্কা সেক্সুয়াল ছবি দেখিয়ে তাদের বিপথগামী করার চেষ্টা করেছেন। কৃষক-শ্রমিক-কেরানী-মধ্যবিত্ত সবাই এক সাথে যখন বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে ঠিক সেই সময় সুকৌশলে সীমান্তে চীন আর পাকিস্তান জুজুর ভয় দেখিয়ে তাদের স্তব্ধ করেছেন। শাসন দণ্ড হাতে নিয়ে সংসদীয় আর সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের গণতন্ত্রের ধোঁকা দিয়ে দেশবাসীকে খেতে দিতে পারেননি, শিক্ষা দিতে পারেননি, পারেননি কাজ দিতে অথচ নিজেরা সব খাঁটি গান্ধীবাদী দেশভক্ত সেজে আখেরে গুছিয়েছেন—এর চেয়ে রসিকতা আর কাকে বলে বলুনতো?

ক্যাণ্ডি। আমাদের গণতান্ত্রিক আর ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলেই আপনাদের মত দেশদ্রোহীরা ঐ সব বদনাম রটাতে পারে।

চারু। ইস্‌রে! গণতন্ত্রের ধম্মপুত্তুর সব! গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলেই হাজার হাজার মানুষ বিনা বিচারে জেলে পচে মরে আর চোর ক'টা হয় মন্ত্রী।

ক্যাণ্ডি। দেখুন, আপনি কিন্তু ভয়ানক বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। বলতে পারেন আমাদের কোন মন্ত্রী চোর ?

চাক। পাতলা জলে ঢিল মারলেন মশাই। চুরির দায়ে উড়িষ্যার গোটা মন্ত্রীসভাই ভেঙে গেল। পাঞ্জাবে চুরির হিসাব নিয়ে জলজ্যান্ত মুখ্যমন্ত্রীই খুন হয়ে গেল। কেন্দ্রিয় অর্থমন্ত্রী ছাঁটাই হল। কত আর উদাহরণ দেব। আচ্ছা, চলি মশাই নমস্কার। [প্রস্থান]

ক্যাণ্ডি। কে হে বটে লোকটা ? উঃ চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে মাথাটা একেবারে ঘুরিয়ে দিয়ে গেল।

শ্যামলা। একটা স্যারিডন বা এ্যানাসিন কি আনব স্যার ?

ক্যাণ্ডি। স্যারিডন ? হুঁঃ—ইডিয়ট। কোন রকমে ভোটটা হয়ে যাক তারপর মালটিকে একটু মেডিসিন দিয়ে দিতে হবে।

শ্যামলা। স্যার উনিতো এই গাঁয়ের দেবতার মত। বৃটিশ আমলে উনি কংগ্রেস ছিলেন। কত জেল খেটেছেন।

ক্যাণ্ডি। হুঁ—এখন বুঝি কমিউনিষ্ট হয়েছেন ?

শ্যামলা। না স্যার উনি কোন দলেই নেই। বলেন, ওসব ছ্যাঁচড়া রাজনীতি উনি করবেন না।

ক্যাণ্ডি। সব অকৃতজ্ঞ ! এই সেদিন বন্যায় যখন সব ভেসে গেল, সরকারের কাছ থেকে কত কাঠ-খড় পুড়িয়ে রিলিফ আনলাম। মাটি কাটার কাজ স্যাংসান করে এনে টুপাইস আয়ের ব্যবস্থা করে দিলাম—

হরিপদ। [প্রবেশ করে] আর সেই রিলিফ থেকে ঝেড়ে ফাঁক করে বেশ মোটা একটা দাও মারলেন সেটাও বলুন। রিলিফের চাল চুরি করলেন, মাটি কাটার টাকা গ্যাঁড়ালেন সে কথাগুলোও বলুন।

[ক্যাণ্ডিডেট ও জগা ছাড়া সবার প্রস্থান]

ক্যাণ্ড। এই ক্যারে? ক্যারে?

জগা। হরিপদ মাষ্টার। এই গাঁয়ের কমিউনিষ্ট লিডার।

ক্যাণ্ড। অ। আচ্ছা আপনারা যে আমাদের এত সমালোচনা করেন বলি দেশটাতো স্বাধীন করেছে এই জাতীয় কংগ্রেস।

হরি। না। দেশ স্বাধীন করেছে দেশের মানুষ। তারা বারবার বিদ্রোহ করেছে, প্রাণ দিয়েছে, জেলে গিয়েছে বলেই নিরুপায় হয়েই বৃটিশ স্বাধীনতা দিয়ে গেছে। বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ নাজেহাল হয়ে চোখে সরষের ফুল দেখতে থাকে আর ঠিক সেই সময়ে ভারতবাসীর নৌ বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নৌবিদ্রোহ তাকে বুঝিয়ে দেয় যে আর বেশী শোষন করা যাবে না। তাই তারা সুকৌশলে নিজেদের ডাঁট বজায় রেখে নেহেরু-গান্ধী প্রমুখ নেতাদের সাথে প্যাক্ট করে, দয়া করে স্বাধীনতা দিয়ে যায়। অথচ স্বাধীনতার জন্যে যে দুটো প্রদেশ সবচেয়ে বেশী আন্দোলন করে ত্যাগ স্বীকার করল সেই বাংলা আর পাঞ্জাবকে দ্বিখন্ডিত করে উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি করে তাদের মাজা চিরদিনের মত ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করা হল। আর এমনই স্বাধীনতা যে আজও আমরা কমনওয়েলথ ছাড়তে পারলাম না।

ক্যাণ্ড। আমরা বাপুজীর অহিংসনীতিতে বিশ্বাসী আর শান্তিপ্রিয় বলেই আপনাদের এত জ্বালাতন সহ্য করি।

হরি। আহারে! শান্তির পুষ্যিপুত্র সব। দুশো বছরে বৃটিশ যত লোক গুলি করে মেরেছে, মাত্র বিশ বছরে আপনারা তার চেয়েও বেশী লোক হত্যা করেছেন। আপনাদের লজ্জাবোধ হওয়া উচিৎ। কোন মুখে আপনারা দেশের মানুষের কাছে ভোট চাইতে আসেন বলতে পারেন?

কান্তি। দেখ [illegible] আর কোন কথা বলব না।

রবি। [illegible] বলার কিছু থাকলে তো তাই বলবেন।

আচ্ছা চলি [illegible] আবার দেখা হবে। [প্রস্থান]

কান্তি। [illegible] মুখ [illegible] তুবড়ি ফোটে। তখন পট্ পট্ করে

বললাম আমাকে [illegible] করবেন না। এটা কমিউনিষ্ট ঘাঁটি

এখানে দাঁড়ালে আ [illegible] হবে।

জগা। স্যার—আপনি বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। ভোট আপনি

পাবেন ঠিকই।

কান্তি। পাব। হ্যাঁ পাব ঠিকই। কিন্তু কটা ?

জগা। কেন, আপনি জিতে যাচ্ছেনতো। আমরা ভালভাবে

স্ক্রুটিনি করে দেখেছি যে আপনি এবার জিতে যাবেনই।

কান্তি। বলছ। সাহস দিচ্ছ তা হলে ?

জগা। নিশ্চয়ই। ঐ দেখুন ভোটাররা সব আসছে আপনার

কাছে। ভোট বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে।

কান্তি। আসছে! আমার কাছে আসছে !! তাহলে আমি—

[কালু, হারান, চারু, হরিপদ প্রভৃতিসহ রবির প্রবেশ। সবাই কান্তি

ভেটকে ঘিরে ধরে। জগা ফাঁক বুঝে পালায়]

রবি। জিতে গেছেন। আর সেইজন্যেই তো আমরা এসেছি

আপনাকে অভিনন্দন জানাতে। আহা অভিনন্দন জানাবার এমন

সুযোগ কি আর জীবনে পাব আমরা!

কান্তি। তা—তারমানে! জগাটা আবার গেল কোথায় ?

চারু। জগা ? জগা ঠিক সময়েই জেগে উঠে ভেগেছে।

কান্তি। তা—তারমানে। ঘি-ঘিরে ধরছেন কেন ?

হরি। না—এভাবে ঘিরে ধরো না। হাওয়া আসতে দাও উনি যদি হার্টফেল করে বসেন।

কানু। না গো বাবু, উনাগো হার্ট অত ঠুনকো লয়। তা হলি অনেককাল আগেই তা ফেল কইরে বসতো।

রবি। [টুপিটা খুলে নিয়ে] তা স্যার আছেন কেমন? ফ্লাড রিলিফের টাকায় শুনলাম নতুন গাড়ী কিনেছেন।

ক্যাণ্ডি। কে-কে বলে? কো-কোন শালা বলে?

হারান। বাবু অত রেইগে যাচ্ছ কেনে গো।

ক্যাণ্ডি। আপনারা কি আমাকে অপমান করতে চান?

রবি। বালাই ষাট! তা কি আমরা পারি? আপনি আমাদের মন্ত্রী এম. এল, এ. প্রতিনিধি মানে আমাদের কত আপন জন। আমরা এসেছি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে। আর শুধু আমরাই নই · দেশের সর্বত্রই আপনাদের এইভাবে অভিনন্দন জানাবার সুব্যবস্থা হয়েছে। বিশ বছরে আমরা যা পেয়েছি সে ঋণ শোধ করার প্রকৃত সুযোগের কি এর অপব্যবহার করতে পারি আমরা! নাঃ পাঁচির মা-টা এত দেরী হচ্ছে কেন?

পাঃ মা। [কাচকলা ও বেগুনের মালাসহ প্রবেশ] দেরী আবার হল কই। বাবুরি সম্মান জানাতি হবে। মালাডা জুগাড় কইরে আনব তো।

চারু। বাঃ জব্বর মালা এনেছতো? দাও, বাবুকে পরিয়ে দাও।

রবি। [টুপি পাঃ মাকে পরিয়ে] পাঁচির মা, তুমি নিজে যখন এমন সুন্দর মালাটা গেঁথে এনেছ তখন তুমিই বাবুকে পরিয়ে দাও। এমন চান্স আর জীবনে পাবে না কোনদিন।

পাঃ মা। [মালা দোলাতে দোলাতে গান ধরে নেচে নেচে এগিয়ে গিয়ে মালা পরিয়ে দেয়]

"এস এস বঁধু এস এসহে
আমি যতনে গেঁথেছি এ প্রেম-মালিকা
পরাব তোমার গলেতেহে।" [সবাই হাসে]

রবি। তাহলে প্রেমানন্দে সবাই একবার বলুন—"জোর যমদ কি—"

সবাই। জয়। [এইভাবে শ্লোগানের মত্ততায় সবাই অট্টহাস্য করতে থাকে। ধীরে ধীরে নেবে আসে—

॥ যবনিকা ॥

—ঃ০ঃ—

—ঃ লেখকের অন্যান্য নাটিকাবলী ঃ—

* গণ-ভূতের কাছারী
* সাজান বাগান শুকিয়ে গেল
* ঝাঁকের কই ঝাঁকে
* আদর্শ দেশভক্ত ট্রেনিং সেন্টার
* ফ্লাড নিয়ে ফাটকা
* ভোটের আগেও পরে [যন্ত্রস্থ]

ঃ প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ
"লোকগীতম" এর পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ দাস
২২।১, কাঁকুড়গাছী সেকেণ্ড লেন, কলিঃ-৫৪

—মুদ্রণালয়—
"বাসু প্রিণ্টার্স"
৫১, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-৯